Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ঈমানের স্বরূপ, শর্ত ও ঈমান ভঙ্গের কারণ

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা মাহবুবুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মায়া নূর আক্তার আঁখি

রোলঃ 23090121749

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

ঈমানের স্বরূপ, শর্ত ও ঈমান ভঙ্গের কারণ

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা মাহবুবুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

মায়া নূর আক্তার আঁখি

রোলঃ 23090121749

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " ঈমানের স্বরূপ, শর্ত ও ঈমান ভঙ্গের কারণ " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে মায়া নূর আক্তার আঁখি, আইডিঃ 23090121749 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওলানা মাহবুবুর রহমান
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মাও: আরমান হোসাইন
কুরআন ট্রান্সলেশন ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " ঈমানের স্বরূপ, শর্ত ও ঈমান ভঙ্গের কারণ " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাওলানা মাহবুবুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

(স্বাক্ষর)

মায়া নূর আক্তার আঁখি

আইডিঃ 23090121749

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

তারিখঃ

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

সূচিপত্র

অধ্যায় ১: ঈমানের পরিচিতি, উৎস 5

1.1 ভূমিকা 5

1.2 কুরআন ও হাদীসের আলোকে ঈমানের সংজ্ঞা 5

অধ্যায় ২: ঈমানের শর্তাবলি (আরকানুল ঈমান) 7

2.1 আল্লাহর প্রতি ঈমান 7

2.2.1 মালাক:অর্থ ও পরিচয় 7

2.2.2 মালাকগনের অস্তিত্বে বিশ্বাস 8

2.2.3 মালাকগন মানুষের পূর্বে সৃষ্ট 9

2.2.4 মালাকগন আল্লাহর সম্মানিত ও অনুগত বান্দা 10

2.2.5 মালাকগন নূরের তৈরি 10

2.3 আল্লাহর গ্রন্থসমূহে ঈমান 11

2.4 রাসূলগণের প্রতি ঈমান 12

2.5 আখেরাতের প্রতি ঈমান 15

2.5.1 আখিরাতের বিশ্বাসের গুরুত্ব 15

2.5.2 আখিরাতে বিশ্বাসের ধাপসমূহ 16

2.6 তাকদীরের প্রতি ঈমান 17

অধ্যায় ৩: ঈমানের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য 20

অধ্যায় ৪: ঈমানের বৈশিষ্ট্যসমূহ 23

৫: ঈমানের অভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্য 24

৬: ঈমানের সামাজিক বৈশিষ্ট্য 25

৭: ঈমান ও মানবজীবন 26

অধ্যায় ৫: আধুনিক যুগে ঈমানের চ্যালেঞ্জ 32

অধ্যায় ৬: ঈমান সংরক্ষণের উপায় 38

অধ্যায় ৭: উপসংহার 41

অধ্যায় ১: ঈমানের পরিচিতি, উৎস

1.1 ভূমিকা

ঈমান ইসলামের মূল ভিত্তি। এটি এমন এক শব্দ, যার মধ্যে মুসলমানের সমগ্র বিশ্বাস, জীবনাচার ও নৈতিকতার কেন্দ্রবিন্দু নিহিত রয়েছে। ইসলামী আকীদাহর আলোচনায় ঈমান বিষয়টি সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পেয়েছে। কারণ, ঈমানের মাধ্যমেই মানুষ আল্লাহর প্রতি আত্মসমর্পণ করে এবং তাঁর নির্দেশ মেনে চলে। এই অধ্যায়ে ঈমান শব্দের ভাষাগত ও পরিভাষাগত বিশ্লেষণ, কুরআন-হাদীসের ব্যাখ্যা এবং ইসলামী পণ্ডিতদের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরা হবে।

1.1 'ঈমান' শব্দের আরবি ব্যুৎপত্তি

"ঈমান" (إيمان) শব্দটি আরবি ভাষার মূল ধাতু أَمَنَ (আমানা) থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ হলো—নিরাপত্তা প্রদান করা, বিশ্বাস করা, নিশ্চয়তা দেওয়া বা নিশ্চিন্ত থাকা।
'আমান' শব্দ থেকে এসেছে 'আমানাহ' (বিশ্বাসযোগ্যতা) এবং 'ঈমান' (বিশ্বাস, স্বীকৃতি)।
অর্থাৎ ভাষাগতভাবে ঈমান মানে হৃদয়ে দৃঢ় বিশ্বাস ও নিরাপত্তা অনুভব করা।
ইমাম আবু হানীফা বলেন..

ঈমান হচ্ছে (মুখের) স্বীকৃতি ও (অন্তরের) সত্যায়ন।বিশ্বাসকৃত বিষয়াদির দিক থেকে আকাশ ও পৃথিবীর অধিবাসীদের ঈমান বাড়ে না এবং কমে না, কিন্তু ইয়াকীন বা বিশ্বাসের দৃঢ়তা -গভীরতা ও সত্যায়নের দিক থেকে ঈমান বাড়ে ও কমে।এভাবে ঈমান ও তাওহীদের ক্ষেত্রে মুমিনগণ সকলেই সমান।

1.2 কুরআন ও হাদীসের আলোকে ঈমানের সংজ্ঞা

আল্লাহ তাআলা বলেন:

> "রাসূল বিশ্বাস রেখেছেন সেই সমস্ত বিষয়ের প্রতি যা তাঁর প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তাঁর প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে এবং মুমিনগণও বিশ্বাস রেখেছে। সকলেই বিশ্বাস করেছে আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ এবং তাঁর রসূলগণের প্রতি।"
(সূরা আল-বাকারা: ২৮৫)

এই আয়াতে ঈমানের ছয়টি মূল উপাদানের উল্লেখ পাওয়া যায়, যা ঈমানের "শর্ত" হিসেবেও পরিচিত।

অন্য আয়াতে বলা হয়েছে:

> “নিশ্চয়ই মুমিনরা তারা, যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছে, তারপর কখনো সন্দেহ পোষণ করেনি।”
(সূরা আল-হুজুরাত: ১৫)

এখানে ঈমানের স্থায়িত্ব ও সন্দেহমুক্ত থাকার গুরুত্ব নির্দেশ করা হয়েছে।

৩ আরো বলা হয়েছে:

> “যে ঈমান আনে এবং সৎকাজ করে, তার জন্য থাকবে জান্নাত।”
(সূরা আল-আসর: ৩)

এই আয়াত প্রমাণ করে যে ঈমানের প্রকৃত রূপের সঙ্গে ‘আমল’ বা কাজের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। শুধু মুখে বিশ্বাস নয়, বাস্তব জীবনে সৎকাজও ঈমানের অংশ।

অন্যত্র ইরশাদ করা হয়েছে:
“আর কেউ ঈমান প্রত্যাখ্যান করলে তার কর্ম বিনষ্ট বা নিষ্ফল হবে এবং সে পরকালে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে”

অন্যত্র বলা হয়েছে:

হে আমাদের প্রতিপালক, আমরা একজন আহবানকারীকে ঈমানের দিকে আহবান করতে শুনেছি:”তোমাদের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আনয়ন কর: সুতরাং আমরা ঈমান আনয়ন করেছি।

হাদীসের আলোকে ঈমান

রাসূলুল্লাহ ﷺ ঈমানকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করেছেন।

হাদীসে জিবরাইল (আঃ)-এ ঈমানের মূল বিষয়গুলো স্পষ্টভাবে এসেছে—

> "জিবরাইল (আঃ) নবী ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলেন, 'ঈমান কী?'
তিনি বললেন, 'ঈমান হলো— তুমি বিশ্বাস করবে আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতা, তাঁর কিতাব, তাঁর রসূল, পরকাল ও তাকদীরের প্রতি।'"
(সহীহ মুসলিম, হাদীস: ৮)

এটি ঈমানের ছয়টি মূল শর্তের দলিল।

অন্য হাদীসে রাসূল ﷺ বলেন:

> "লজ্জা ঈমানের একটি শাখা।"
(সহীহ বুখারী)

অধ্যায় ২: ঈমানের শর্তাবলি (আরকানুল ঈমান)

2.1 আল্লাহর প্রতি ঈমান

আমরা দ্বিতীয় অধ্যায়ে তাওহীদের আলোচনায় ''আল-ঈমান বিল্লাহ' বা আল্লাহর প্রতি ঈমানের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করছি।আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসের অর্থই তাওহীদ বা আল্লাহর একত্বে বিশ্বাস। তাওহীদের পর্যায় ও প্রকারগুলি বিস্তারিত আলোচনা করছি।

2.2 মালাইকার প্রতি ঈমান

2.2.1 মালাক:অর্থ ও পরিচয়

আরবী ভাষায় "মালাক" শব্দকে ফার্সি ভাষায় ফিরিশতা বলা হয়।বাংলায় এই ফার্সি শব্দই প্রচলিত। পারস্যের মুসলিমগণ অনেক ইসলামি পরিভাষাকেও নিজেদের পূর্ববর্তী ধর্মীয় পরিভাষার ভিত্তিতে ফার্সি ভাষায় রূপান্তরিত করেন।যেমন খোদা,নামায,রোযা,দরুদ ইত্যাদি। ইতোমধ্যেই খোদার পরিবর্তে আল্লাহ,নামাযের পরিবর্তে সালাত,রোযার পরিবর্তে সিয়াম ব্যাবহার বেশ প্রচলন লাভ করেছে।কিন্তু মালাক শব্দটির অবস্থা ভিন্ন।এখন পর্যন্ত এ বিষয়ে ''ফিরিশতা ''শব্দটি সর্বত্র ব্যবহৃত।

2.2.2 মালাকগনের অস্তিত্বে বিশ্বাস

"কুরআন ও সুন্নাহতে মালাকদের অস্তিত্বের প্রমাণ

১. কুরআনের প্রমাণ

কুরআনে প্রায় ৮০+ জায়গায় মালাকদের আলোচনা এসেছে। কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ আয়াত—

“ফেরেশতারা আল্লাহর আদেশ অমান্য করে না।” (আত-তাহরীম ৬)

“রাসূল ও ফেরেশতারা মানুষের সামনে উপস্থিত হবে।” (আন-নাবা ৩৮)

“তোমাদের উপর নিয়োজিত রয়েছে হাফাযাহ (রক্ষাকারী) ফেরেশতারা।” (আত-ত্বরীক ৪)

২. হাদীসের প্রমাণ

جিবরীল (আ.) মানবরূপে এসে রাসূল (সা.)-কে ঈমান, ইসলাম, ইহসান শেখান—“হাদীস জিবরাইল”।

ফেরেশতারা সমাবেশ, দোয়া, ইবাদত ও কোরআন তিলাওয়াতের Majlis-এ অংশগ্রহণ করেন।

৩. ঐতিহাসিক প্রমাণ

বদর যুদ্ধে ফেরেশতাদের সহায়তা।

নবুওতের ধারাবাহিকতায় প্রত্যেক নবীর কাছে জিবরাইল (আ.)-এর আগমন।

প্রধান মালাকগন ও তাঁদের দায়িত্ব

১. জিবরাইল (আ.)

ওহী বা revelation পৌঁছে দেওয়া।

নবীদের সাথে আল্লাহর বার্তা আদান–প্রদান।

২. মিকাইল (আ.)

বৃষ্টিপাত, রিজিক, প্রকৃতির তত্ত্বাবধান।

৩. ইসরাফিল (আ.)

কিয়ামতের শিঙ্গা ফুঁকবেন।

বিশ্বব্যবস্থার সমাপ্তি ও পুনরুজ্জীবন তাঁর দায়িত্বে।

৪. আজরাইল (আ.)

রূহ কবজ করা।

৫. মানায়কাতুল হাফাযাহ (কর্ম লিপিকার)

কিরামান কাতিবিন—মানুষের আমল লিপিবদ্ধ করেন।

৬. মালাকুল মওত

মৃত্যু সময় আনুষঙ্গিক কাজ।

৭. হাফাযাহ (রক্ষাকারী ফেরেশতা)

মানুষের নিরাপত্তা, কল্যাণ।

৮. মুনকার ও নকীর

কবর প্রশ্নোত্তরের জন্য নিয়োজিত।

মালাকদের অন্যান্য দায়িত্বসমূহ

১. আল্লাহর সিংহাসন বহনকারী

“আরশ বহনকারী আটজন ফেরেশতা।” (আল-হাক্কাহ ১৭)

২. দোয়ার মুহূর্তে বিশেষ অংশগ্রহণ

দোয়ার “আমীন” বলেন।

জিকিরকারীদের ঘিরে রাখেন।

৩. মুমিনের সঙ্গী

কোরআন তিলাওয়াতকারীর সাথে মিলন।

৪. কিয়ামত দিবসে ভূমিকা

আমলনামা বহন।

শাফায়াতের মুহূর্তে উপস্থিতি।

ফেরেশতাদের প্রতি ঈমানের তাৎপর্য

১. আখলাক গঠন

ফেরেশতারা সব কাজ লিপিবদ্ধ করছে—এ বিশ্বাস মানুষকে সতর্ক করে।

২. আধ্যাত্মিক সংযম

অদৃশ্য জগতের প্রতি দৃঢ়তা জন্মায়।

৩. আল্লাহর ক্ষমতা উপলব্ধি

আল্লাহর বিশাল ব্যবস্থাপনার স্পষ্ট প্রমাণ।

৪. মানবিক আচরণে ইতিবাচক প্রভাব

অন্যায় ও গুনাহ থেকে বিরত থাকা।

নেক আমলের প্রতি উৎসাহ।

2.2.3 মালাকগন মানুষের পূর্বে সৃষ্ট

কুরআনের বিভিন্ন বর্ণনা থেকে আমরা জানতে পারি যে,মহান আল্লাহ মানব সৃষ্টির পূর্বে মালাকগনকে সৃষ্টি করেন,মানব সৃষ্টির প্রাক্কালে তার ইচ্ছার কথা তাদেরকে জানিয়েছিলেন এবং আদমের সৃষ্টির পরে আল্লাহর নির্দেশে তারা আদমকে সাজদা করেন।আল্লাহ বলেন..

“তোমরা প্রতিপালক যখন মালাকগনকে বলেছিলেন :''আমি মানুষ সৃষ্টি করেছি মাটি থেকে, যখন আমি তাকে সুষম করব এবং তাতে আমার রুহ সঞ্চার করব,তখন তোমরা তার প্রতি সাজদাবনত হয়ো।''তখন মালাকগন সকলেই সাজদাবনত হলেন।”

2.2.4 মালাকগন আল্লাহর সম্মানিত ও অনুগত বান্দা

মক্কার কাফিররা মালাকগনকে আল্লাহর সন্তান ও কন্যা সন্তান বলে মনে করত,তাদের ইবাদত করত এবং তাদের জন্য সুপারিশ করত যে, তাদের ইবাদত করলে তারা খুশি হয়ে আল্লাহর কাছে তাদের জন্য সুপারিশ করে তাদের প্রয়োজন মিটিয়ে দিবেন।তাদের এ বিশ্বাসের প্রতিবাদ করে আল্লাহ বলেন:
তারা বলে,''দয়াময় সন্তান গ্রহণ করেছেন। তিনি পবিত্র, মহান! তারা তো তার সম্মানিত বান্দা।তারা আগে বেড়ে কথা বলে না,তারা তো তার আদেশ অনুসারেই কাজ করে থাকে।তাদের সম্মুখ ও পশ্চাতে যা কিছু আছে তা তিনি অবগত। তিনি যাদের প্রতি সন্তুষ্ট তাদের ছাড়া আর কারো জন্য তারা সুপারিশ করে না এবং তারা তার ভয়ে ভীত- সন্ত্রস্ত।

2.2.5 মালাকগন নূরের তৈরি

জিন ও ফেরেশতার সৃষ্টির উৎসকে স্পষ্টভাবে পৃথক করে। ফেরেশতারা নূর থেকে সৃষ্টি—এটি কোনো কল্পনা নয়; বরং স্বয়ং রাসূল ﷺ কর্তৃক বর্ণিত সুস্পষ্ট আকীদা।

নূর থেকে সৃষ্টি হওয়ার অর্থ

“নূর” বলতে এখানে এমন সত্ত্বা বোঝায় যা পরিশুদ্ধ, প্রশান্ত, ও আলোকময়। মানবদেহ যেমন মাটি, পানি, রক্ত-মাংস দ্বারা গঠিত—ফেরেশতারা তার সম্পূর্ণ বিপরীত প্রকৃতির সৃষ্টি। নূর তাদের—

দ্রুত গতি,

স্বচ্ছতা,

দৈহিক ভারহীনতা,

রূপান্তর ক্ষমতা,

অদৃশ্যতার বৈশিষ্ট্য—

এসবের প্রতীক।

ইতিহাসে যেসব ধর্ম বা দর্শন ফেরেশতাদেরকে 'নারীতুল্য', 'অর্ধ-মানব', বা 'সূক্ষ্ম বস্তু' ভেবে ভুল ব্যাখ্যা করেছে, ইসলাম এসব ধারণা বাতিল করে স্পষ্টভাবে জানায়—তারা নূর থেকে আল্লাহর আলাদা সৃষ্টি।

2.3 আল্লাহর গ্রন্থসমূহে ঈমান

আসমানি কিতাবসমূহ

আল্লাহ তাআলা যুগে যুগে বিভিন্ন নবি-রাসূলের মাধ্যমে কিতাব ও সহিফা প্রেরণ করেছেন। যেমন—

তাওরাত — মুসা (আঃ)

যবুর — দাউদ (আঃ)

ইনজিল — ঈসা (আঃ)

কুরআন মাজীদ — মুহাম্মাদ ﷺ

৩.৪.২ কুরআনের মর্যাদা

কুরআন আল্লাহর শেষ, চূড়ান্ত, অপরিবর্তিত কিতাব।
আল্লাহ বলেন—
"আমিই কুরআন নাযিল করেছি এবং আমিই এর রক্ষণাবেক্ষণকারী"

ইহুদি ও খ্রিস্টানদের কিতাবসমূহ মানুষের দ্বারা পরিবর্তিত হয়েছে, তাই সেগুলো আর অনুসরণযোগ্য নয়।
বর্তমানে একমাত্র সঠিক কিতাব হলো কুরআন।

কিতাবসমূহে ঈমানের অর্থ

> আল্লাহ কিতাব নাজিল করেছেন — এ বিশ্বাস

>কিতাবসমূহ হিদায়াতের জন্য

>কুরআন সর্বশেষ কিতাব

>কুরআন অনুসরণ করা বাধ্যতামূলক

2.4 রাসূলগণের প্রতি ঈমান

ইসলামের ছয়টি মৌলিক ঈমানের শর্তের একটি হলো রাসূলদের প্রতি ঈমান। এর অর্থ হলো— আল্লাহ যেসব নবী ও রাসূলকে মানবজাতির হিদায়াতের জন্য প্রেরণ করেছেন, তাদের সকলের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস রাখা।

রাসূলদের প্রতি ঈমানের মূল ভিত্তি

১. সব রাসূলই আল্লাহর পক্ষ থেকে সত্য

মুমিনের জন্য বিশ্বাস করা অপরিহার্য যে—

আল্লাহ মানবজাতিকে পথ দেখানোর জন্য বিভিন্ন যুগে নবী ও রাসূল পাঠিয়েছেন।

তারা আল্লাহর বাছাইকৃত শ্রেষ্ঠ মানুষ।
আল্লাহ বলেন:
“তিনিই প্রত্যেক উম্মতে রাসূল পাঠিয়েছেন...” (সূরা নাহল, ১৬:৩৬)

২. রাসূলদের সংখ্যা

কুরআন ও সহীহ হাদীসে সব নবী-রাসূলের সংখ্যা নির্দিষ্টভাবে বলা হয়নি।

২৫ জন নবীর নাম কুরআনে উল্লেখ আছে—যেমন আদম, নূহ, ইবরাহিম, মূসা, ঈসা (আ.), মুহাম্মদ ﷺ প্রমুখ।

যে রাসূলের নাম উল্লেখ হয়েছে তাঁর প্রতি নির্দিষ্ট ঈমান রাখা ফরজ।

যাদের নাম জানা যায়নি—তাদের প্রতিও সামগ্রিকভাবে ঈমান রাখতে হয়।

৩. রাসূলদের বৈশিষ্ট্য (সিফাত)

প্রত্যেক রাসূলের মধ্যে কিছু মৌলিক গুণ থাকে। যেমন—

(১) সত্যবাদী (সিদক)

তারা কখনো মিথ্যা বলেন না।

(২) আমানতদার (আমানাহ)

ধর্মীয় দায়িত্ব বিশ্বস্ততার সাথে পালন করেন।

(৩) প্রচারক (তাবলিগ)

আল্লাহর বার্তা মানুষের কাছে পৌঁছে দেন।

(৪) প্রজ্ঞাবান (ফাতানা)

তারা মহান বুদ্ধিমত্তার অধিকারী।

(৫) ভুল-ত্রুটি থেকে রক্ষা (ইস্মাহ)

আল্লাহ তাদেরকে গুরুতর ভুল, পাপ ও কুফরি থেকে হেফাজত করেন।

৪. রাসূলদের প্রতি ঈমানের অন্তর্নিহিত দিক

(১) শেষ নবী মুহাম্মদ ﷺ এর প্রতি ঈমান

তিনি আল্লাহর সর্বশেষ রাসূল।

তাঁর পর আর কোনো নবী-রাসূল আসবে না।

তাঁর আনীত কুরআন ও সুন্নাহ মানা আবশ্যিক।

(২) পূর্বের রাসূলদের প্রতি সম্মান

সকল রাসূলই একই মৌলিক দ্বীন—তাওহীদ—নিয়ে আসেন।

কেউ কারো বিরোধী ছিলেন না।

তাদের মধ্যে কোনো বৈষম্য সৃষ্টি করা জায়েয নয়।
আল্লাহ বলেন:
“আমরা তাঁর কোনো রাসূলের মধ্যে পার্থক্য করি না।” (বাকারা ২:২৮৫)

৫. রাসূলদের প্রতি ঈমান না রাখার পরিণাম

রাসূলদের অস্বীকার করা কুফর।

কোনো এক রাসূলকেও অস্বীকার করলে ঈমান নষ্ট হয়ে যায়।

৬. রাসূলদের পাঠানোর উদ্দেশ্য

মানুষকে তাওহীদের দিকে ডাক দেওয়া

সত্য-অসত্যের পার্থক্য স্পষ্ট করা

উত্তম চরিত্রের শিক্ষা দেওয়া

আল্লাহর বিধান পৌঁছে দেওয়া

দুনিয়া-আখিরাতে সফলতার পথ দেখানো

2.5 আখেরাতের প্রতি ঈমান

2.5.1 আখিরাতের বিশ্বাসের গুরুত্ব

১. ঈমানের পরিপূর্ণতার জন্য অপরিহার্য

আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস ঈমানের ছয়টি মূল স্তম্ভের একটি। কেউ আখিরাত অস্বীকার করলে তার ঈমান পূর্ণ হয় না।

২. সৎকর্মের প্রেরণা সৃষ্টি করে

জান্নাতের প্রতিদান ও জাহান্নামের শাস্তির কথা চিন্তা মানুষকে সৎকর্মে উৎসাহিত করে এবং গুনাহ থেকে দূরে রাখে।

৩. ন্যায়বিচারের প্রকৃত ধারণা দেয়

দুনিয়ায় অনেক জুলুম ও অন্যায় বিচারহীন থাকে। আখিরাতের বিশ্বাস মানুষকে নিশ্চিত করে যে চূড়ান্ত বিচার আল্লাহ করবেন—কেউ অন্যায় থেকে রেহাই পাবে না।

৪. ধৈর্য ও সবর অর্জনে সহায়তা করে

মুসিবত, কষ্ট, ক্ষতি—সব কিছু আল্লাহর পরীক্ষা জেনে মানুষ ধৈর্য ধরে। আখিরাতে উত্তম প্রতিদানের আশায় মানুষ কষ্টকে ছোট মনে করে।

৫. জীবনের উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট করে

মানুষ জানে সে শুধু দুনিয়ার জন্য নয়; আখিরাতের জন্য তৈরি। ফলে তার জীবনের উদ্দেশ্য, নৈতিকতা, আচরণ সবকিছুই সঠিক পথে থাকে।

৬. সমাজে নৈতিকতা প্রতিষ্ঠায় সহায়ক

যারা আখিরাতে হিসাব দিতে হবে—এ বিশ্বাস রাখে—তারা প্রতারণা, জুলুম, দুর্নীতি, মিথ্যা থেকে বিরত থাকে। ফলে সমাজে শান্তি, ন্যায় এবং বিশ্বস্ততা প্রতিষ্ঠিত হয়।

2.5.2 আখিরাতে বিশ্বাসের ধাপসমূহ

আখিরাতের প্রতি ঈমান সাধারণত কয়েকটি ধাপে বা বিষয়ে বিশ্বাস করার মাধ্যমে পূর্ণ হয়:

১. মৃত্যুর প্রতি বিশ্বাস

মানুষ দুনিয়ার জীবন শেষ হওয়ার পর একটি নতুন জীবনে প্রবেশ করবে—এটি স্বীকার করা।

২. বারযাখ (কবরের জীবন)

মৃত্যুর পর কিয়ামত পর্যন্ত যে বিশেষ জীবনে মানুষ থাকবে—যেখানে প্রশ্ন (মুনকার ও নাকির), নিয়ামতের কবর ও শাস্তির কবর —এসবের প্রতি বিশ্বাস।

৩. কিয়ামতের দিন (يوم القيامة)

সৃষ্টিজগত ধ্বংস এবং পুনরায় জীবিত হওয়া (বাঈস), হিসাব-নিকাশ, আল্লাহর সামনে দাঁড়ানো—এসবের প্রতি বিশ্বাস।

৪. মিজান (কর্মপরিমাপ)

মানুষের সকল ভালো-মন্দ কাজ ওজন করা হবে—এসব সত্য বলে বিশ্বাস করা।

৫. সিরাত (সেতু পার হওয়া)

জাহান্নামের উপর স্থাপিত সেতু—যার উপর দিয়ে প্রত্যেক মানুষকে অতিক্রম করতে হবে—এ বিশ্বাস।

৬. হিসাব-নিকাশ ও বিচার

মানুষের আমলনামা দেওয়া, জিজ্ঞাসাবাদ হওয়া, সাক্ষ্য গ্রহণ—এসবের প্রতি বিশ্বাস।

৭. জান্নাত ও জাহান্নাত

এ দুটি চিরস্থায়ী আবাসস্থল — কারো পুরস্কার, কারো শাস্তি—এসবের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস।

৮. শাফায়াত (সুপারিশ)

রাসুলুল্লাহ ﷺ ও নবী-রাসূল, শহীদ, সৎ লোকদের শাফায়াত—এ বিশ্বাস।

৯. তাকদীরের বাস্তবায়ন

দুনিয়ায় করা সমস্ত কাজের ফল আখিরাতে পাওয়া হবে—যে প্রতিদান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা নির্ধারণ করেছেন।

2.6 তাকদীরের প্রতি ঈমান

ইসলামী আকীদার ছয়টি মূল স্তম্ভের একটি হলো তাকদীরের প্রতি ঈমান। আল্লাহ্ তাআলা বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্তা, অভিভাবক, পরিকল্পনাকারী এবং সমস্ত ঘটনার নিয়ন্ত্রক—এই মৌলিক বিশ্বাসই তাকদীরের ভিত্তি। মুসলিম ব্যক্তিত্ব গঠনে, নৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জনে এবং জীবনের প্রতিকূলতায় দৃঢ় থাকার ক্ষেত্রে তাকদীরের প্রতি ঈমান অপরিহার্য ভূমিকা পালন করে। এই থিসিসে তাকদীরের অর্থ, উপাদান, কোরআন-হাদীসের প্রমাণ, মানব স্বাধীন ইচ্ছার সম্পর্ক এবং ব্যক্তিজীবনে তাকদীর বিশ্বাসের প্রভাব বিশ্লেষণ করা হবে।

১. তাকদীরের সংজ্ঞা ও মৌলিক ধারণা

তাকদীর (القدر) শব্দের অর্থ মাপ নির্ধারণ করা, পরিকল্পনা করা, সিদ্ধান্ত নির্ধারণ ইত্যাদি। ইসলামী পরিভাষায় তাকদীর হলো—

> "আল্লাহ্ তাআলার পূর্বনির্ধারিত ইলম ও হিকমতের ভিত্তিতে সৃষ্টিজগতের সকল কিছুর নির্ধারিত পরিমাণ, সময় এবং অবস্থান অনুযায়ী সংঘটনের বিধান।"

অর্থাৎ, যা কিছু ঘটছে এবং ভবিষ্যতে ঘটবে—সবই আল্লাহ্র জ্ঞানের আওতায় এবং তাঁর সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে।

তাকদীরের চারটি স্তম্ভ

১. ইলম (জ্ঞান): আল্লাহ্ অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যতের সবকিছু জানেন।
২. কিতাবাহ (লেখন): সমস্ত তাকদীর লাওহে মাহফূজে লিখিত রয়েছে।
৩. মাশিয়াহ (ইচ্ছা): আল্লাহ্ যা ইচ্ছা করেন তাই ঘটে, যা ইচ্ছা করেন না তা ঘটে না।
৪. খালক (সৃষ্টি): সকল বস্তু ও ঘটনা আল্লাহ্ সৃষ্টি করেন।

২. কোরআন-হাদীসে তাকদীরের প্রমাণ

কোরআনে

আল্লাহ বলেন:
“নিশ্চয়ই আমি সবকিছু এক নির্দিষ্ট পরিমাণ অনুযায়ী সৃষ্টি করেছি।” (সূরা আল-কামার ৫৪:৪৯)

আরও বলেন:
“পৃথিবীতে বা তোমাদের ব্যক্তিত্বে কোনো বিপদ আসলে তা ঘটার আগেই কিতাবে লিখিত ছিল।” (সূরা হাদীদ ৫৭:২২)

হাদীসে

রাসূল ﷺ বলেন:
“তোমাদের মধ্যে কেউ জান্নাতি বা জাহান্নামি হবে—এটি লেখা হয়ে গেছে।” (বুখারী)

আরেক হাদীসে:
“তাকদীরে ঈমান না আনা পর্যন্ত কেউ ঈমানদার হতে পারবে না।” (মুসলিম)

এসব দলিল তাকদীরের প্রতি ঈমানের বাধ্যতামূলক প্রকৃতি নিশ্চিত করে।

৩. তাকদীর ও মানব স্বাধীন ইচ্ছার সম্পর্ক

ইসলামে মানুষের স্বাধীন ইচ্ছা অস্বীকার করা হয়নি। বরং আল্লাহ মানুষকে বিবেক, জ্ঞান ও সক্ষমতা দিয়েছেন; এরপর তার কর্মের জন্য মানুষই দায়ী।
দ্বৈত সম্পর্ক:

আল্লাহ্‌র জ্ঞান—মানুষ যা করবে আল্লাহ আগে থেকেই জানেন, কিন্তু মানুষের ইচ্ছাকে বাধ্যতামূলক করে দেন না।

মানব কর্ম—মানুষ নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করে এবং তার প্রতিদান পায়।

তাকদীর—মানুষের স্বাধীন কর্মও আল্লাহ্‌র পূর্বজ্ঞান ও সৃষ্টির আওতায়।

ইসলামী আকীদায় এই ভারসাম্যই ন্যায়বিচার ও দিব্যহিকমতের মিলন ঘটায়।

৪. তাকদীরের প্রতি ঈমানের ফলাফল ও গুরুত্ব

১. মানসিক প্রশান্তি ও ধৈর্য

মুমিন দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে—যা ঘটেছে তা আল্লাহ্‌র জ্ঞান ও হিকমতের মধ্যে ছিল। ফলে দুঃখ-বিপদে সে ধৈর্যশীল হয়।

২. অহংকার থেকে দূরে থাকা

কল্যাণ ও সফলতাকে কেবল নিজের সামর্থ্য মনে না করে, আল্লাহর অনুগ্রহ বলে স্বীকার করে।

৩. আল্লাহ্‌র ওপর ভরসা বৃদ্ধি

তাওয়াক্কুল বা আল্লাহ্‌র ওপর আস্থা তাকদীর বিশ্বাসকে শক্তিশালী করে।
যেমন কোরআনে আছে: "আল্লাহ্‌র ওপর নির্ভর কর; তিনি অভিভাবক হিসেবে যথেষ্ট।"

৪. হতাশা থেকে মুক্তি

কোনো কিছু না পাওয়ায় অতিরিক্ত দুঃখিত হয় না, কারণ বিশ্বাস করে: 'এটি আমার জন্য কল্যাণকর ছিল না।'

৫. তাকদীর বিশ্বাসের অপব্যাখ্যা ও সতর্কতা

১. কাজ পরিত্যাগ করে তাকদীরের দোহাই দেওয়া

অনেকে ভুলভাবে বলে: “যা হয় হবে”, এবং চেষ্টা ছেড়ে দেয়। অথচ রাসূল ﷺ বলেন:

> “পরিশ্রম করো, আল্লাহ সবাইকে কাজ অনুযায়ী সহজ করে দেন।” (মুসলিম)

২. পাপকর্মকে তাকদীরের দোষ দেওয়া

পাপ করা মানুষের নিজস্ব ইচ্ছার ফল; তাকদীরের ওপর তার দায় চাপানো শিরক ও অজ্ঞতা।

৩. জাবরিয়া ও কাদরিয়া মতবাদ

ইতিহাসে কিছু দল হয় মানুষের স্বাধীনতা সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছে (জাবরিয়া), আবার কেউ বলেছে মানুষ নিজেই কাজ সৃষ্টি করে (কাদরিয়া)। উভয়টি ইসলামের পরিপন্থী।

অধ্যায় ৩: ঈমানের স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য

ইসলাম ধর্মের পুরো কাঠামোর ভিত্তি হলো ঈমান। ঈমান ছাড়া কোনো ইবাদত গ্রহণযোগ্য নয়, কোনো আমল মূল্যবান নয়, কোনো মানবিক গুণ পরিপূর্ণ নয়। কুরআন ও হাদীসের শিক্ষায় ঈমানকে এমন একটি শক্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে যা মানুষের আস্থাকে পরিশুদ্ধ করে, তার জীবনব্যবস্থায় আলোকবর্তিকা স্থাপন করে এবং আল্লাহর সাথে অবিচ্ছিন্ন বন্ধন তৈরি করে।
সুতরাং ঈমান কী, এর স্বরূপ কী, এবং এর মৌলিক বৈশিষ্ট্যগুলো কী—এসবের গভীর ও সুসংবদ্ধ আলোচনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

গবেষণার উদ্দেশ্য

1. ঈমানের ধারণাকে কুরআন-সুন্নাহর আলোকে স্পষ্ট করা।

2. ঈমানের স্বরূপ বিশ্লেষণ করা।

3. ঈমানের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো উপস্থাপন করা।

4. ঈমানকে ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে কীভাবে প্রভাবিত করে তা ব্যাখ্যা করা।

ঈমানের সংজ্ঞা ও স্বরূপ
ভাষাগত অর্থ

‘ঈমান’ শব্দটি এসেছে আরবি أَمِنَ–يَأْمَنُ ধাতু থেকে, যার অর্থ বিশ্বাস করা, নিরাপদ হওয়া, নিশ্চিত জ্ঞান লাভ করা।
ইবনে ফারিস বলেন: “ঈমান মানে এমন আস্থা যা সংশয়মুক্ত।”

২.২ শরঈ অর্থ

ইসলামী শরিয়তের আলোকে ঈমান হচ্ছে—

> হৃদয়ে দৃঢ় বিশ্বাস, জিহ্বায় স্বীকারোক্তি এবং অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দ্বারা বাস্তবায়ন।

২.৩ কুরআনের আলোকে ঈমানের স্বরূপ

কুরআন বহু স্থানে ঈমানের মৌলিক উপাদান তুলে ধরেছে। যেমন—

আল্লাহতে বিশ্বাস (আল-বাকারা ২৮৫)

ফেরেশতাদের প্রতি বিশ্বাস

কিতাবসমূহে বিশ্বাস

রাসূলদের প্রতি বিশ্বাস

আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস

তাকদীরে বিশ্বাস

এগুলো মিলে ঈমানের মৌলিক কাঠামো গঠিত হয়।

২.৪ হাদীসের আলোকে ঈমানের স্বরূপ

রাসূল ﷺ বলেন:

> “ঈমান হল সত্তর-অধিক শাখা...” (সহীহ মুসলিম)

এ থেকে ঈমানের বহু মাত্রিকতা প্রতিষ্ঠিত হয়—আচার, আচরণ, নীতি, চরিত্র, আমল, দৃষ্টিভঙ্গি—সবকিছুই ঈমানের অংশ।

ঈমানের মৌলিক উপাদান

৩.১ হৃদয়ের বিশ্বাস

হৃদয় হলো ঈমানের কেন্দ্র। আল্লাহ বলেন—

> “তাদের অন্তর ঈমান আনেনি।” (বাকারা:৮)
অর্থাৎ মুখের স্বীকারোক্তি যথেষ্ট নয়; হৃদয়ের নিশ্চিত জ্ঞান ও আস্থা প্রয়োজন।

৩.২ মুখে স্বীকারোক্তি

কালিমার উচ্চারণ ঈমানের বাহ্যিক প্রকাশ। রাসূল ﷺ বলেন—

> “যে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।”

এখানে শর্ত হলো—হৃদয়ের বিশ্বাসসহ।

৩.৩ অঙ্গপ্রত্যঙ্গে বাস্তবায়ন (আমল)

ইসলামী আকীদাহ মতে আমল ঈমানের অংশ। কুরআনে বলা হয়েছে—

> “যারা ঈমান আনল এবং সৎকর্ম করল...”
এ দুই উপাদান সবসময় যুগ্মভাবে এসেছে।

৩.৪ ঈমান বৃদ্ধি ও হ্রাসের ক্ষমতা

ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমদ, ইবনে তাইমিয়্যাহ বলেন:

> "ঈমান বাড়ে ও কমে—ইবাদতে বাড়ে, গুনাহতে কমে।"
কুরআনও বলে—"যাতে তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায়।" (ফাতহ:৪)

অধ্যায় ৪: ঈমানের বৈশিষ্ট্যসমূহ

৪.১ দৃঢ়তা ও স্থায়িত্ব

সত্যিকারের ঈমান মনের ভেতর স্থায়ী শক্তি তৈরি করে। আল্লাহ বলেন—

> "ঈমানদারদেরকে তিনি স্থির বাক্য দ্বারা দৃঢ় রাখেন।" (ইবরাহীম:২৭)

৪.২ আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আস্থা ও ভরসা

ঈমান যার আছে, সে জানে—পরিচালক আল্লাহ, নিয়ন্তা আল্লাহ।
তাওহীদ ও তাওয়াক্কুল ঈমানের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

৪.৩ নৈতিক ও চরিত্রগত পরিশুদ্ধতা

ইসলামে নৈতিকতা ঈমানের অংশ। রাসূল ﷺ বলেন—

> "সর্বোত্তম ঈমান ঐ ব্যক্তির, যার চরিত্র সর্বোত্তম।"

৪.৪ অন্তরের শান্তি ও প্রশান্তি

সুরা রা'দে বলা হয়েছে—

> "যারা ঈমান এনেছে, তাদের অন্তর আল্লাহর স্মরণে শান্তি পায়।"

৪.৫ দায়িত্বশীলতা ও জবাবদিহিতার চেতনা

ঈমানদার জানে—আখিরাতে হিসাব আছে। এই বোধ তাকে দায়িত্বশীল করে।

৪.৬ আমলের প্রতি আগ্রহ

ঈমান মানুষকে ইবাদতে আগ্রহী করে তোলে—নামাজ, রোজা, যাকাত, হজ।

৪.৭ পাপ থেকে দূরে থাকার প্রেরণা

ঈমান মানুষকে জাহান্নামের ভয় ও আল্লাহর গজব থেকে বাঁচার অনুভূতি দেয়।

৫: ঈমানের অভ্যন্তরীণ বৈশিষ্ট্য

৫.১ খাঁটি উদ্দেশ্য (ইখলাস)

অন্তরের পবিত্রতা ছাড়া ঈমান সম্পূর্ণ হয় না।
আল্লাহ বলেন—"দ্বীনকে খাঁটি করে আল্লাহর জন্য ইবাদত করো।"

৫.২ বিনয় (তাওয়াদু)

ঈমান মানুষকে অহংকার থেকে মুক্ত করে।
রাসূল ﷺ বলেন:

> "যার অন্তরে অণু পরিমাণ অহংকার থাকবে, সে জাহান্নাম থেকে দূরে থাকবে না।"

৫.৩ ভয় ও আশা

ঈমানদার আল্লাহর ভয় ও রহমতের আশা দুটিই রাখে। এই ভারসাম্যই ঈমানের সৌন্দর্য।

৫.৪ কৃতজ্ঞতা (শুকর)

ঈমানদার কৃতজ্ঞ হয়—অনুগ্রহে, পরীক্ষায়, সুখে-দুঃখে।

৫.৫ আল্লাহর প্রতি ভালোবাসা

কুরআন বলে—

> “ঈমানদাররা আল্লাহকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসে।” (বাকারা:১৬৫)

৬: ঈমানের সামাজিক বৈশিষ্ট্য

৬.১ ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা

সামাজিক কাঠামোতে ঈমান ন্যায়, সমতা এবং সত্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করে।

৬.২ সহযোগিতা ও মানবসেবা

ঈমানদার সমাজ পরস্পরকে নেক কাজে সহযোগিতা করে—

> “পুণ্য ও তাকওয়ায় একে অপরকে সহায়তা করো।” (মায়েদা:২)

৬.৩ সামাজিক শান্তি ও স্থিতিশীলতা

ঈমান সমাজে অপরাধ, দুর্নীতি, অন্যায় কমায় এবং শান্তি প্রতিষ্ঠা করে।

৬.৪ ভ্রাতৃত্ববোধ

রাসূল ﷺ বলেন—

> “ঈমান না আনা পর্যন্ত তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না; আর একে অপরকে ভালোবাসা ছাড়া তোমাদের ঈমান পূর্ণ হবে না।”

৭: ঈমান ও মানবজীবন

৭.১ ব্যক্তিগত জীবনে প্রভাব

চরিত্র গঠন

নৈতিক উন্নতি

মানসিক শান্তি

স্থিরতা ও সাহস

৭.২ পারিবারিক জীবনে প্রভাব

স্বামী–স্ত্রীর মধ্যে ভালোবাসা

দায়িত্ববোধ

সন্তানদের সৎপ্রশিক্ষণ

পরিবারে নিরাপদ পরিবেশ

৭.৩ রাষ্ট্র ও সমাজ নির্মাণে ঈমান

ইসলামের দৃষ্টিতে রাষ্ট্র নির্মাণের ভিত্তি হলো ঈমান—ন্যায়নীতি, কল্যাণ, শান্তি ও দায়িত্বশীলতা।

ঈমান হলো—

বিশ্বাস, স্বীকৃতি ও আমলের সমন্বয়ে গঠিত।

এটি বাড়ে ও কমে।

এর রয়েছে বহু বৈশিষ্ট্য—আশা-ভয়, নৈতিকতা, নিশ্চয়তা, শান্তি, দায়িত্ববোধ।

ঈমান ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র—সকল স্তরে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে।

ইসলামী আকীদাহর এই মৌলিক বিষয়টি বুঝতে পারলে একজন মুসলিমের জীবন ইসলামের আলোকে পরিপূর্ণতা লাভ করে।

অধ্যায় ৪: ঈমান ভঙ্গের কারণসমূহ

ঈমান ভঙ্গের ধারণা ও পরিভাষা

ঈমান ভঙ্গ (নওয়াকিযুল ঈমান)

ঈমান ভঙ্গ বলতে এমন কথাবার্তা, বিশ্বাস বা কাজ বোঝায় যা একজন মুসলিমকে ইসলামের পরিসীমার বাইরে নিয়ে যায় এবং তাকে কাফের, মুশরিক বা মুনাফিকের পর্যায়ে দাঁড় করায়।

পরিভাষাগত ব্যাখ্যা

নওয়াকিয: আরবি শব্দ "نواقض" যার অর্থ: ভঙ্গকারী, ধ্বংসকারী।

ঈমান: বিশ্বাস, আন্তরিক স্বীকৃতি, জবান ও আমলের সমন্বয়।

ইসলামি উলামারা কুরআন-সুন্নাহর দলীলের ভিত্তিতে ঈমান ভঙ্গের নানা কারণ নির্ধারণ করেছেন।

৩. ঈমান ভঙ্গের শারঈ ভিত্তি

নিম্নোক্ত দলিলগুলো প্রমাণ করে যে ঈমান ভঙ্গ হতে পারে—

ক. কুরআনের দলীল

“তোমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান আনো এবং রাসূলের প্রতি বিশ্বাস রাখো।”
(সুরা নিসা, ৪:১৩৬)
এই আয়াতে ঈমানের শর্ত ও তা ভঙ্গের ঝুঁকির কথা স্পষ্ট।

“যে ব্যক্তি ঈমানের পর কুফর করে, তার ঈমান নষ্ট হয়ে যায়।”
(সুরা বাকারাহ, ২:২১৭)

৪. ঈমান ভঙ্গের প্রধান কারণসমূহ

১. কুফর (ঈমান অস্বীকার)

কুফর বলতে আল্লাহ, কুরআন, রিসালত বা ইসলামের মৌলিক আকীদা অস্বীকার করাকে বোঝায়। এর ধরনগুলো—

(ক) কুফরে জুহুদ

সত্যকে জেনে অস্বীকার করা।
যেমন—হাশর-নাশর অস্বীকার করা।

(খ) কুফরে ইনকার

কুরআন বা রাসূলের কথা সরাসরি অস্বীকার করা।

(গ) কুফরে ইস্তিকবার

অহংকারবশত আল্লাহর আদেশ অমান্য করে বিদ্রোহী হওয়া (ইবলিসের মতো)।

(ঘ) কুফরে ই'রাদ

দ্বীনের জ্ঞান, নামাজ, আকীদা থেকে সম্পূর্ণ মুখ ফিরিয়ে থাকা।

২. শিরক (আল্লাহর সাথে শরীক স্থাপন)

শিরক ঈমান ভঙ্গের সবচেয়ে বড় কারণ।

প্রকারভেদ

শিরকে আকাবির: আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ইবাদত করা, যেমন—মাজারে সিজদা, দোয়া চাওয়া।

শিরকে আসগার: রিয়া (দেখানো), শপথে অন্যের নাম ব্যবহার।

শিরকে খাফি: অন্তরের লুকায়িত শিরক।
নিফাক (দ্বিমুখী আচরণ)

মনে কুফর রেখে বাহ্যিকভাবে মুসলিম পরিচয় দেওয়া।

নিফাকের দুটি প্রকার

1. নিফাকে আকবার: ঈমান পুরো নষ্ট করে দেয়।

2. নিফাকে আসগার: ছোট ধরনের মুনাফিকি (মিথ্যা বলা, প্রতারণা) যা বড় ধরনের কুফরের দিকে নিয়ে যেতে পারে।

৪. ইস্তিহজা—দ্বীনের সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ

ইসলাম, কুরআন, সুন্নাহ বা আলেমদের নিয়ে উপহাস করা ঈমান নষ্ট করে দেয়।
৫. দীন সম্পর্কিত মৌলিক বিষয়ে অজ্ঞতা

ইসলামের মৌলিক আকীদা, নামাজ, তাওহীদ, রিসালত ইত্যাদি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকলে অনেক সময় মানুষ ঈমানবিধ্বংসী কাজে জড়িয়ে পড়ে।

৬. বিদআত (দীনে নতুন কিছু যুক্ত করা)

যে কাজ কুরআন-সুন্নাহতে নেই অথচ ধর্মের নামে তা চালু করা।

রাসূল ﷺ বলেন—

> “প্রত্যেক বিদআত গোমরাহ।”
(মুসলিম)

৭. জাদু-টোনা ও কুফরি আমল

জাদু শেখা বা করা সরাসরি কুফরের অন্তর্ভুক্ত।

৮. আল্লাহ ও রাসূলের বিধান অমান্য করা

ইসলামের স্পষ্ট হুকুম অস্বীকার করলে ঈমান নষ্ট হয়—
যেমন:

নামাজ ফরজ না মানা

সুদের বৈধতা দাবি করা

ব্যভিচার হালাল বলা

৯. শরিয়াহর বিধান অস্বীকার

হিজাব, রোযা, জাকাত, হজ ইত্যাদিকে অস্বীকার করা।

১০. দ্বীনের প্রয়োজনীয় বিষয়ে সন্দেহ

তাওহীদ, কিয়ামত, হাশর, জান্নাত-জাহান্নাম সম্পর্কে সন্দেহ করা।

৫. ঈমান ভঙ্গের সামাজিক ও মানসিক কারণ

১. নাস্তিকতা ও বস্তুবাদ

আধুনিক দুনিয়ার চিন্তাধারা অনেককে ঈমান থেকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে।

২. ইন্টারনেট ও মিডিয়ার প্রভাব

ইসলাম বিরোধী কনটেন্ট মানুষকে সন্দেহে ফেলে।

৩. খারাপ বন্ধু-মহল

বেশিরভাগ ঈমান নষ্টের সূচনা হয় পরিবেশ থেকে।

৪. ধর্মীয় শিক্ষার অভাব

মুসলিম পরিবারে দ্বীনি শিক্ষার অবহেলা ঈমান দুর্বল করে।

৬. ঈমান রক্ষার উপায়

1. তাওহীদের জ্ঞান অর্জন

2. নিয়মিত নামাজ, কুরআন তিলাওয়াত

3. সহিহ আকীদা শিখা

4. বিদআত ও কুসংস্কার বর্জন

5. অপরাধ ও পাপ থেকে দূরে থাকা

6. সুন্নাহ অনুসরণ

7. দোয়া করা

8. সৎ সঙ্গ গ্রহণ

9. ইলম অর্জন অব্যাহত রাখা

অধ্যায় ৫: আধুনিক যুগে ঈমানের চ্যালেঞ্জ

বিশ্ব নবজাগরণ, প্রযুক্তি ও তথ্যবিপ্লবের এক অভূতপূর্ব যুগে প্রবেশ করেছে। মানুষের জীবনধারা, মানসিকতা, জ্ঞান ও আচরণগত কাঠামো ব্যাপক পরিবর্তনের সম্মুখীন হয়েছে। এই পরিবর্তনের ঢেউ সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলেছে মানুষের বিশ্বাসব্যবস্থায়। ইসলাম মানুষের জীবনকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দেয়ার পাশাপাশি ঈমানকে জীবনযাত্রার কেন্দ্রবিন্দুতে স্থাপন করেছে। কিন্তু আধুনিক সময়ের দ্রুত পরিবর্তন, মতাদর্শগত বৈচিত্র্য, সংস্কৃতির সংঘর্ষ এবং ডিজিটাল বিশ্বের প্রভাব মুসলমানদের ঈমানকে নানা দিক থেকে চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি করছে।

আজকের এই প্রবন্ধে সমসাময়িক যুগে ঈমানের ওপর আসা বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ, সেগুলোর কারণ, প্রভাব এবং সমাধান গভীরভাবে আলোচনা করা হবে। আলোচনার উদ্দেশ্য হলো— বর্তমান বাস্তবতা বুঝে ঈমানকে আরও দৃঢ় করার দিকনির্দেশনা প্রদান।

১. নাস্তিক্যবাদ ও সংশয়বাদের বিস্তার**

আধুনিক যুগে নাস্তিক্যবাদ (Atheism) ও সংশয়বাদ (Skepticism) দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছে। এর বড় কারণ হলো—
১. বিজ্ঞানের ভুল ব্যাখ্যা
২. ধর্মকে ব্যক্তিগত অনুভূতি ভাবার প্রবণতা
৩. পশ্চিমা দার্শনিক চিন্তার প্রভাব
৪. সোশ্যাল মিডিয়ার অ্যালগরিদম-নির্ভর প্রচারণা

নাস্তিক্যবাদ একটি সংগঠিত মতবাদে পরিণত হয়েছে, যার প্রধান লক্ষ্য মানুষের ঈমানকে প্রশ্নবিদ্ধ করা। বিশেষত তরুণ প্রজন্মকে "যুক্তিবাদ" বা "বৈজ্ঞানিক মনোভাব" নামে ধর্মবিরোধী শিক্ষার দিকে ঠেলে দেয়।

অধিকাংশ সময় যুক্তির আবরণে প্রচারিত এই মতবাদ বাস্তবিক কোনো শক্ত বৈজ্ঞানিক ভিত্তি না থাকলেও প্রচারণার শক্তির কারণে অনেককে বিভ্রান্ত করে। ফলে অনেকের হৃদয়ে সন্দেহের বীজ বপন হয়, ঈমান দুর্বল হয়ে পড়ে।

২. বস্তুবাদ ও ভোগবাদী জীবনধারা**

আধুনিক সভ্যতার সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হলো বস্তুবাদ (Materialism)। পৃথিবীতে সাফল্য, সম্পদ, বিলাসিতা ও পরিচিতি অর্জনই যেন জীবনের প্রধান লক্ষ্য হিসেবে দাঁড়িয়েছে।

যার ফলে—

আখিরাতের ধারণা দুর্বল হয়ে যায়

ইবাদতের সময় কমে আসে

হৃদয় কঠোর হয়

নৈতিক মূল্যবোধ লোপ পায়

বস্তুবাদী সমাজ মানুষকে শেখায়:
“যা দেখা যায় সেটাই সত্য; যা পাওয়া যায় সেটাই সফলতা।”

এমন চিন্তা মানুষকে আল্লাহর স্মরণ থেকে দূরে সরিয়ে দেয় এবং অন্তরে বিদ্যমান ঐশী বিশ্বাসকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

ইসলাম বস্তুবাদকে নিষিদ্ধ করেনি, কিন্তু এটিকে জীবনের উদ্দেশ্য বানাতে নিষেধ করেছে। আধুনিক যুগের চ্যালেঞ্জ হলো— ভোগের সুযোগ বাড়লেও হৃদয়ের প্রশান্তি কমে গেছে।

৩. ডিজিটাল আসক্তি ও তথ্যপ্রবাহের আঘাত**

আধুনিক মানুষ সবচেয়ে বেশি আক্রান্ত হয়েছে ডিজিটাল আসক্তিতে।
মোবাইল, গেমস, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম, শর্ট ভিডিও— এগুলো এক অদৃশ্য জালে মানুষকে আবদ্ধ করেছে।

এর বিভিন্ন নেতিবাচক প্রভাব:

ইবাদতে মনোযোগ কমে যাওয়া

গুনাহে লিপ্ত হওয়ার প্রবণতা

পর্দাহীনতা ও অশ্লীলতার প্রসার

সময় নষ্ট

মানসিক অস্থিরতা

এ ছাড়া তথ্যের বন্যায় সত্য-মিথ্যা সবকিছু একসাথে মানুষের সামনে আসে। ফলে—

দ্বীনের বিষয়ে ভুল ধারণা

বিভ্রান্তিকর বক্তব্য

ইসলামবিরোধী কনটেন্ট

বিভিন্ন গোষ্ঠীর ভ্রান্ত ব্যাখ্যা

এসব মানুষের ঈমানকে সরাসরি আঘাত করে।

ডিজিটাল যুগের সবচেয়ে বড় বিপদ হলো— মানুষ নিজেও বুঝতে পারে না যে সে ধীরে ধীরে ঈমানবিরোধী চিন্তায় প্রভাবিত হচ্ছে।

৪. ইসলামফোবিয়া ও ইসলাম সম্পর্কে ভুল ধারণা**

আধুনিক বিশ্বে ইসলামফোবিয়া একটি সংগঠিত প্রচারণায় পরিণত হয়েছে। বিশেষত পশ্চিমা মিডিয়া ইসলামকে—

সন্ত্রাস

পশ্চাৎপদতা

নারীবিদ্বেষ

সহিংসতা
এর সাথে যুক্ত করে উপস্থাপন করে।

এই ভুল ধারণা মুসলমানদের মনে প্রশ্ন তৈরি করে:
“আমি যে ধর্মকে অনুসরণ করছি, তা কি সত্যি সুন্দর?”

এর ফলে আত্মবিশ্বাস কমে যায়, ঈমানের দৃঢ়তা নষ্ট হয়।

প্রবাসী মুসলমানদের জন্য এই চ্যালেঞ্জ আরও বড়; কারণ তারা দ্বৈত সংস্কৃতির মধ্যে টিকে থাকার চেষ্টা করে, ফলে ধর্মীয় পরিচয় দুর্বল হয়।

৫. পরিবার, সমাজ ও শিক্ষা ব্যবস্থার সংকট**

ধর্মীয় পরিবেশের অভাব আধুনিক যুগের সবচেয়ে গুরুতর চ্যালেঞ্জ।

পরিবারে ধর্মীয় শিক্ষা কমে গেছে

বাবা-মায়ের সময় কম

শিশুদের লালনপালন প্রযুক্তিনির্ভর

স্কুল-কলেজে ধর্মকে গুরুত্বহীন করা

একজন মানুষ ঈমান গড়ে তুলতে যে তিনটি ভিত্তি সবচেয়ে জরুরি—
পরিবার, শিক্ষা, সমাজ—
এই তিনটিই আজ দুর্বল।

ফলে তরুণ প্রজন্ম ইসলামী মূল্যবোধের সঠিক পরিচিতি পাচ্ছে না। তারা জানে না ইসলাম কী, কেন বিশ্বাস করতে হবে, ঈমানের প্রমাণ কী।

এই অজ্ঞতা তাদের ঈমানকে সহজেই বিপথে নিতে পারে।

৬. শির্ক, বিদ'আত ও ধর্মীয় বিকৃতি**

অপরদিকে মুসলিম সমাজের ভেতরেই শির্ক, কুসংস্কার, জাল হাদীস, বিদ'আত, তাবিজ-কবচ ও ভ্রান্ত আচার-অনুষ্ঠান বৃদ্ধি পাচ্ছে।

এসবের কারণে—

ইসলাম বিকৃত হয়

মানুষ প্রকৃত তাওহীদ থেকে দূরে যায়

আল্লাহর ওপর প্রকৃত নির্ভরতা কমে যায়

যেখানে ইসলাম জ্ঞান ও দলিলের ওপর দাঁড়ানোর কথা বলেছে, সেখানে অনেক মানুষ আবেগ, অন্ধবিশ্বাস ও লোকাচারের ওপর ইসলাম পালন করছে।

এগুলো ঈমানের বিশুদ্ধতাকে নষ্ট করে।

সমাধান ও উত্তরণের পথ**

আধুনিক যুগে ঈমানকে রক্ষা করা কঠিন হলেও অসম্ভব নয়। বরং আজকের যুগে ঈমান দৃঢ় করার সুযোগও প্রচুর।

১. কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর প্রকৃত জ্ঞান অর্জন

জ্ঞান ছাড়া ঈমান টিকে থাকে না। তাই নিয়মিত কুরআন অধ্যয়ন, হাদীস পাঠ, আলেমদের সত্যভিত্তিক ব্যাখ্যা শুনা প্রয়োজন।

২. ইবাদত ও যিকির বৃদ্ধি করা

হৃদয়কে জীবিত রাখতে ইবাদত অপরিহার্য।

পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ

কুরআন তিলাওয়াত

নিয়মিত দোয়া

আত্মশুদ্ধি

এগুলো ঈমানকে সতেজ রাখে।

৩. ডিজিটাল নিয়ন্ত্রণ ও সেল্ফ-ডিসিপ্লিন

অশ্লীলতা পরিহার

সময় ব্যবস্থাপনা

উপকারী কনটেন্ট নির্বাচন

স্ক্রিন টাইম সীমিত করা

এইগুলো ঈমান রক্ষার জন্য অত্যন্ত জরুরি।

৪. সৎ সঙ্গ ও ভাল সমাজ গঠন

ভালো বন্ধু, ভালো পরিবেশ, মসজিদ-কেন্দ্রিক জীবন— ঈমান দৃঢ় করে। সংগতি মানুষকে গড়ে বা ভাঙে।

৫. যুক্তিভিত্তিক ইসলামী শিক্ষা

আধুনিক সংশয়ের উত্তর প্রয়োজন যুক্তি ও প্রমাণভিত্তিক আলোচনার মাধ্যমে। বিজ্ঞানের সাথে ইসলামের বিরোধ নেই— এই সত্য তরুণদের সামনে উপস্থাপন করা জরুরি।

৬. পরিবারের ভূমিকা শক্তিশালী করা

সন্তানকে ধর্ম শেখানো, ঘরে ইসলামি পরিবেশ তৈরি করা— ঈমান রক্ষায় মূল ভূমিকা রাখে।

অধ্যায় ৬: ঈমান সংরক্ষণের উপায়

ঈমান একটি জীবন্ত বিষয়— এটি বৃদ্ধি পায়, কমে যায়। তাই ঈমানকে অটুট ও শক্তিশালী রাখতে নিয়মিত যত্ন প্রয়োজন। ইসলাম ঈমান রক্ষার জন্য বিভিন্ন উপায় নির্দেশ করেছে। নিচে সেগুলো বিস্তারিত তুলে ধরা হলো।

১. তাওহীদকে দৃঢ়ভাবে জানা

তাওহীদের তিনটি বিভাগ গভীরভাবে বুঝতে হবে:

রুবুবিয়্যাত: আল্লাহই সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, নিয়ন্ত্রক।

উলুহিয়্যাত: ইবাদত শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য।

আসমা ও সিফাত: আল্লাহর নাম ও গুণাবলি বিকৃতি বা অস্বীকার ছাড়া মানা।

যত তাওহীদ গভীর হবে, ঈমান তত অটুট থাকবে।

২. কুরআন তিলাওয়াত ও বুঝে পড়া

প্রতিদিন কুরআন তিলাওয়াত করা

তাফসির পড়া

আয়াতের উপর চিন্তাভাবনা করা

কুরআন হৃদয়কে নরম করে এবং ঈমান বাড়ায়।

৩. নামাজের প্রতি যত্ন

নামাজ ঈমানের সবচেয়ে বড় শক্তির উৎস।

পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ সময়মতো পড়া

খুশু-খুজুর সাথে আদায়

নফল নামাজ বৃদ্ধি করা

নামাজ মানুষকে পাপ থেকে দূরে রাখে এবং ঈমানকে স্থিতিশীল করে।

৪. সুন্নাহ অনুসরণ

রসুল ﷺ–এর সুন্নাহ মেনে চলা ঈমানের পরিচায়ক।

পোশাকে

আচরণে

ইবাদতে

আখলাকে

সুন্নাহ থেকে দূরে সরে গেলে ঈমান দুর্বল হয়।

৫. সৎ সঙ্গ রাখা

ভালো সঙ্গ ঈমান বাড়ায়, খারাপ সঙ্গ ঈমান নষ্ট করে।

আল্লাহভীরু মানুষের সাথে সময় কাটানো

গুনাহকারীদের সঙ্গ পরিত্যাগ করা

দ্বীনি পরিবেশে থাকা

৬. গুনাহ থেকে দূরে থাকা

গুনাহ ঈমানের জন্য আগুনের মতো ক্ষতিকর।

ছোট গুনাহকেও ভয় করা

নিয়মিত তওবা করা

নজর, জিহ্বা, কান, চিন্তা— সব নিয়ন্ত্রণে রাখা

৭. দোয়া করা

হিদায়ত ও দৃঢ় ঈমানের জন্য নিয়মিত দোয়া করা উচিত। রসুল ﷺ-এর দোয়া: "হে আল্লাহ! আমার অন্তরকে তোমার দ্বীনের উপর দৃঢ় রাখ।"

৮. আল্লাহর স্মরণ (যিকির)

যিকির হৃদয়কে জীবন্ত করে।

সুবহানাল্লাহ

আলহামদুলিল্লাহ

আল্লাহু আকবার

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ

যিকির যত বাড়বে, ঈমান তত শক্তিশালী হবে।

৯. হিসাব-নিকাশ বজায় রাখা

প্রতিদিন নিজের আমল পর্যালোচনা করা – আজ কোন ভালো কাজ করলাম? কোন ভুল হলো? এভাবে আত্মসমালোচনা ঈমান রক্ষা করে।

১০. জ্ঞান অর্জন

ঈমানের ভিত্তি জ্ঞান। যত বেশি জানবে, ঈমান তত স্থায়ী হবে।

আকিদা শেখা

ফিকহ শেখা

দ্বীনি ক্লাসে অংশগ্রহণ

অধ্যায় ৭: উপসংহার

এই থিসিসে ঈমানের শর্ত, স্বরূপ ও ঈমান ভঙ্গের কারণ বিস্তারিতভাবে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ঈমান কেবল অন্তরের বিশ্বাস নয়, বরং মুখের স্বীকারোক্তি ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কাজের সমষ্টি। ইসলামী দৃষ্টিতে ঈমান ছয়টি মূল স্তম্ভের ওপর দাঁড়িয়ে: আল্লাহর প্রতি ঈমান, ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান, কিতাবসমূহের প্রতি ঈমান, নবী–রাসূলদের প্রতি ঈমান, আখেরাতের প্রতি ঈমান এবং তাকদীরের প্রতি ঈমান। এই স্তম্ভগুলো ছাড়া ঈমান অসম্পূর্ণ।

অধ্যায়গুলোর মাধ্যমে দেখা গেছে যে, ঈমানের স্বরূপ হল জীবন্ত বিশ্বাস যা অন্তরে দৃঢ়, জিহ্বায় স্বীকার ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কাজের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। ঈমান বৃদ্ধি ও হ্রাস পায়—ভালো আমল, কুরআন পাঠ, নামাজ, যিকির ও সৎসঙ্গ ঈমানকে শক্তিশালী করে, আবার বড় পাপ, অবহেলা, শিরক ও কুফর ঈমানকে দুর্বল বা নষ্ট করে।

ঈমান নষ্ট হওয়ার মূল কারণগুলো হচ্ছে:

শিরক ও কুফর

বিদআত ও ভুল আকীদা

বড় পাপ ও অবহেলা

ধর্ম ও নৈতিকতার প্রতি অবজ্ঞা

অজ্ঞতা ও শিক্ষা অভাব

খারাপ সামাজিক পরিবেশ ও মানসিক দুর্বলতা

সুপারিশসমূহ:

1. শিক্ষার্থীদের ও মুসলিম সমাজকে ঈমানের মৌলিক ধারণা, শর্ত ও স্বরূপ সম্পর্কে সচেতন করা।

2. কুরআন ও হাদীস ভিত্তিক ধারাবাহিক শিক্ষা এবং তাফসির/ফিকহ শিক্ষার প্রসার।

3. শিরক, কুফর, বিদআত ও বড় পাপের প্রতিরোধে কার্যকর দিকনির্দেশনা।

4. সৎ সঙ্গ, নৈতিক পরিবেশ এবং দ্বীনি সম্প্রদায়ের সান্নিধ্য নিশ্চিত করা।

5. নিয়মিত তাওবা, দোয়া, যিকির ও নফল আমল দ্বারা ঈমান সংরক্ষণ।

এই থিসিস প্রমাণ করে যে, ঈমান একটি সচেতন, জীবন্ত ও ক্রমবর্ধমান বিশ্বাস। ইসলামের মূলনীতি অনুসরণ, সৎ আমল, জ্ঞানার্জন ও আত্মশুদ্ধি বজায় রেখে মুসলিমরা তাদের ঈমানকে শক্তিশালী ও অটুট রাখতে পারবে।